অলঙ্কার বলতে কী বোঝো এর প্রকারভেদ গুলি আলোচনা করো?

=> অনুপ্রাস, উপমা, রূপক - আদি যে সমস্ত বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভূষণ সাহিত্যের সৌন্দর্য সম্পাদক ও রসের উৎকর্ষ সাধন করে, তাকে অলঙ্কার বলে।

যেমন:

'তোমার কান্নায় বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ মনে আসে'

এখানে নায়িকার 'ম্লান চোখকে 'বেতের ফলের' সাথে তুলনা করা হয়েছে। সেই তুলনায় কবির কল্পনা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে। সৌন্দর্য বর্ধক - ভূষণ রূপে যে বস্তুটি বর্তমান হয়ে কাজ করেছে তার নাম উপমা অলঙ্কার।

অলঙ্কার দুই প্রকার —

(i) শব্দালঙ্কার

(ii) অর্থালঙ্কার

(i) শব্দালঙ্কার:

শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় শব্দালঙ্কার।

(ii) অর্থালঙ্কার:

শব্দের অর্থ রূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় অর্থালঙ্কার।

Scanned with CamScanner

২) অনুপ্রাস কাকে বলে ? উদাহরণ সহ প্রকারভেদ আলোচনা করো ?

=> একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের পুনঃ পুনঃ বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে।

যেমন:

'চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ - বিচরণ'

এই ছত্রটিতে 'চ' ব্যঞ্জনধ্বনিটি পরম্পরায় ছয়বার উচ্চারিত হওয়ায় একটি শ্রুতিসৌন্দর্য সম্পাদিত হয়েছে। তাই এটি অনুপ্রাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

অনুপ্রাস অলঙ্কার ৫ প্রকার —

ক) অন্ত্যানুপ্রাস:

কবিতায় একচরণের শেষে যে শব্দধ্বনি থাকে অন্যচরণের শেষে যদি তারই পুনরাবৃত্তি হয় তবে তা অন্ত্যানুপ্রাস অলঙ্কার হয়।

যেমন:

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥'

এখানে প্রথম চরণের শেষে 'আন' স্বরধ্বনি সহ 'ন' ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। এবং দ্বিতীয়চরণে তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

খ) বৃত্ত্যানুপ্রাস:

যদি একটি ব্যঞ্জনধ্বনি একাধিক বার ধ্বনিত হয় কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনি গুচ্ছ যথাযথ ক্রমানুসারে সংযুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে বহুবার ধ্বনিত হয় তাকে বৃত্ত্যানুপ্রাস বলে।

Scanned with CamScanner

যেমন :

'কাক কালো কোকিল কালো, কালো কন্যার কেশ'

এখানে 'ক' ব্যঞ্জনধ্বনিটি বহুবার উচ্চারিত হয়ে বৃত্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

গ> লাটানুপ্রাস :

তাৎপর্য মাত্রায় ভেদ একই শব্দের পুনরা-বৃত্তিকে লাটানুপ্রাস বলে। যমকে অর্থের ভেদ হয়, কিন্তু লাটানুপ্রাসে অর্থ এক থাকলেও তাৎপর্য ঈষৎ ভেদ হয়।

যেমন :

"সে গোপনে ভালোবাসি পরান ভরি
পরান ভরি ওঠে শোভাতে।'

এখানে 'পরান' ও 'ভরি' শব্দের দুবার আবৃত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে তাহাদের অর্থ এক থাকলেও তাৎপর্যের একটু পার্থক্য রয়েছে। প্রথম 'পরান' শব্দ কর্মপদ এবং দ্বিতীয় 'পরান' শব্দ কর্তৃপদ, প্রথম 'ভরি' শব্দ কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় 'ভরি' শব্দটি কর্মকর্তৃ বাচ্যের ক্রিয়া।

ঘ> ছেকানুপ্রাস :

একই ধ্বনিগুচ্ছ যদি একই ক্রমে সংযুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে মাত্র দুবার ধ্বনিত হয় তবে ছেকানু-প্রাস অলংকার হয়।

যেমন :

'শেফালি রাতের আড্ডা আমার এক ফালিও
পরিচয় নেই।'

'ধ্বনি' ধ্বনিগুচ্ছ দুবার আবৃত্ত হওয়ার জন্য ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

৫) শ্রুত্যনুপ্রাস :

বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত ব্যঞ্জন-ধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশকে শ্রুত্যনুপ্রাস বলে।

যেমন :

'ছন্দ-বন্ধ গ্রন্থ গীতে এসো তুমি প্রিয়';

৬) শ্লেষ :

একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন অর্থ বোঝালে শ্লেষ অলংকার হয়।

☐ শ্লেষ অলংকার দুই প্রকার —

(i) অভঙ্গ শ্লেষ।

(ii) সভঙ্গ শ্লেষ।

(i) অভঙ্গ শ্লেষ :

শব্দকে না ভেঙে যদি একাধিক অর্থ পাওয়া যায়, তবে তাকে অভঙ্গ শ্লেষ বলে।

যেমন :

'কিন্তু ধনিনী বিনীয় কিছুর আয় পুনঃপূত হয়না,'

'ধনী' শব্দে দুটি অর্থ পাওয়া যায়। যথা — ধনবতী ও নারী।

(ii) সভঙ্গ শ্লেষ :

যদি শব্দকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে একটি অর্থ পাওয়া যায়, তবে তাকে সভঙ্গ শ্লেষ বলে।

Scanned with CamScanner

যেমন :

'রাধা যমুনা পার হওয়ার সময় কৃষ্ণ তাকে বলে 'কী দিবে'? রাধা বলে অঙ্গুলী'। কৃষ্ণ তখনই বলে অঙ্গুলী চাইনা।

অর্থাৎ বক্তা 'অঙ্গুলী' কথাটিকে মোচড় দিয়ে অভঙ্গো করে বলেন — 'অ-ঙ্গুলী চাইনা।' অর্থাৎ রাধার পায়ের ধুলী মাত্র নেই, তার কোনো প্রয়োজন নেই।

৪) বক্রোক্তি কী? এবং তার প্রকারভেদ লেখো।

=> সোজাভাবে কোনো কথা না বলে যদি কোনো কথা বাঁকা ভাবে বলা হয় তাকে বক্রোক্তি অলঙ্কার।

বক্রোক্তি অলঙ্কার দুই প্রকার —

(i) শ্লেষ বক্রোক্তি

(ii) কাকু বক্রোক্তি

(i) শ্লেষ বক্রোক্তি :

বক্তার বক্তব্যকে তার অভিপ্রেত অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা হলে শ্লেষ বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়।

যেমন :

'দ্বিজ হয়ে কেন করো বারুনীসেবন?
'রবীর ভয়েতে শশী করে পলায়ন।'

'দ্বিজ' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, 'বারুনী' শব্দের অর্থ মদ। সেই অর্থ ধরে এখানে প্রশ্ন ছিল ব্রাহ্মন হয়ে, কেন মদ সেবন করো। কিন্তু

ব্রাহ্মণ দ্বিজ শব্দের অন্য অর্থ 'চন্দ্র' ও 'বারুণী' শব্দের অর্থ 'পশ্চিম দিক' গ্রহণ করে উত্তর দিল, 'সূর্যের ভয়েই চন্দ্র পলায়ন করত।

(ii) কাকু বক্রোক্তি :

যখন বক্তার কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গির জন্যে নেতিবাচক কথা ইতিবাচক অর্থে এবং ইতিবাচক কথা নেতিবাচক অর্থে প্রকাশ করে তখন কাকু বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়।

যেমন :

'আমি কী ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?

উক্তিটি ইতিবাচক হলেও প্রমীলা ভিখারী রাঘবকে ভয় করেনা। তাই নেতিবাচক অর্থই তার উক্তির ভঙ্গি থেকে ধরা পড়ে।

'আমি কী খেলতে জানিনা।'

উক্তিটি নেতিবাচক হলেও আমি খেলতে জানি। তাই ইতিবাচক অর্থই তার উক্তির ভঙ্গি থেকে ধরা পড়ে।

6) উপমা বলতে কী বোঝো? উদাহরণ সহ প্রকারভেদ আলোচনা করো।

=> একই বাক্যে সাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট দুটি বিসাদৃশ্য বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য (মিল) দেখিয়ে যে অলংকার হয় তাকে উপমা অলংকার বলে। বলাবাহুল্য এই সাদৃশ্য যেমন গুনগত হতে পারে, তেমন ক্রিয়াগতও হতে পারে।

যেমন : 'মেয়েটি দিন দিন লতার মতো বাড়িয়া উঠিতেছে।'

Scanned with CamScanner

এখানে 'মেয়ে' ও 'লতা' দুটি বিজাতীয় পদার্থ, উভয়ের মধ্যে 'বেড়ে ওঠার' ব্যাপারে সাদৃশ্য আছে; আবার এখানে তুলনা বাচক শব্দ। অর্থাৎ এটি একটি উপমা অলংকারের আদর্শ উদাহরণ।

উপমা অলংকার প্রধানত চার প্রকার, যথা — (i) পূর্ণ উপমা, (ii) লুপ্ত উপমা, (iii) মালা উপমা, (iv) স্মরণ উপমা।

(i) **পূর্ণোপমা:** যে উপমা অলংকারে উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ এই চারটি অঙ্গই বর্তমান তাকে পূর্ণোপমা বলে।

যেমন:

'মালতী তোমার মন নদীর স্রোতের মতন চঞ্চল-উদ্দাম'
'জনন সমান পোড়ে চিতের অনল'

(ii) **লুপ্তোপমা:** যে উপমা অলংকারে উপমার চারটি অঙ্গের (উপমান, উপমেয়, তুলনাবাচক শব্দ, সাধারণ ধর্ম) মধ্যে যে কোনো একটি বা একাধিক অঙ্গ লুপ্ত বা উহ্য থাকে, তাকে লুপ্তোপমা বলে।

যেমন:

'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি - আপন গন্ধে মম কস্তুরী মৃগ সম।'

(iii) **মালোপমা:** যে উপমা অলংকারে উপমেয় থাকে একটি কিন্তু উপমান থাকে একাধিক তাকে মালোপমা বলে।

যেমন: 'প্রিয়ার দু চোখ মাতো মেঘের মতো দীঘির মতো ভোমরার মতো কালো।'

(iv) **স্মরণালঙ্কার:** একটি বস্তুকে দেখে বা প্রত্যক্ষ অনুভব অন্য কোনো বস্তুর স্মৃতি জেগে ওঠে এবং এতে কাব্যের যে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয় তাকে স্মরণালঙ্কার অলংকার বলে।

যেমন:
'সরোবরে কমল ঐ দেখিয়া রাবণ
বিকশিত সীতামুখ হতেছে স্মরণ।'
'কালো জলে ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।'

(৬) রূপক কাকে বলে? উদাহরণ সহ প্রকারভেদ আলোচনা করো।

=> যে অলংকারে উপমেয়কে উপমানের সাথে তুলনা করতে গিয়ে ওই দুটির মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয় তাকে রূপক অলংকার বলে।

রূপক চার প্রকার। যথা – (i) নিরঙ্গ, (ii) সাঙ্গ, (iii) পরম্পরিত, (iv) অধিকারারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক।

যেমন: 'দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়'
(আঁখি – উপমেয়, পাখি – উপমান)

নিরঙ্গ রূপক দুই প্রকার। যথা –
(a) কেবল নিরঙ্গ রূপক।
(b) মালা নিরঙ্গ রূপক।

(a) **কেবল নিরঙ্গ রূপক:** যেখানে একটি মাত্র উপমেয়ের সাথে একটি মাত্র উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে কেবল নিরঙ্গ রূপক বলে।

যেমন: 'যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।'
(যৌবনের – উপমেয়, বনে – উপমান)

(b) **মালা নিরঙ্গ রূপক :** যেখানে একটি মাত্র উপমেয়র সাঙ্গে একাধিক উপমানের অভেদ কল্পিত হয় তাকে মালা নিরঙ্গ রূপক বলে।

যেমন :

'তুমি আমার গলার কাঁটা, আমার কাড়া ভাত
দুঃস্বপ্ন তুমি আমার খুলের নিঘুম রাত।'

(ii) **সাঙ্গ রূপক :** যেখানে উপমান উপমেয়র মধ্যে অভেদ কল্পনা থাকবে এবং তার পাশাপাশি উপমেয়র বিভিন্ন অঙ্গ - প্রত্যঙ্গের অভেদ কল্পিত হবে তবেই তাকে বলে সাঙ্গ রূপক।

যেমন : 'গৌর নাগর রসের সাগর
ভাবের তরঙ্গতায়।'

এখানে মূল উপমেয় 'গৌর নাগর' মূল উপমান 'রসের সাগর' যা অভেদ কল্পিত হয়েছে। ~~মূল উপমেয় 'গৌর নাগর' - যা অভেদ কল্পিত হয়েছে।~~ মূল উপমেয় 'গৌর নাগর' - এর অঙ্গ 'ভাব', তার মূল উপমান 'রসের সাগর' - এর অঙ্গ 'তরঙ্গ' - এই দুটিতে অভেদ কল্পিত হওয়ায় সাঙ্গ রূপক অলংকার হয়েছে।

(iii) **পরম্পরিত রূপক :** এক জোড়া উপমেয় উপমানের অভেদ কল্পনা করে যে রূপক অলংকার হয়, তাকে পরিস্ফুট করতে যদি অন্য একজোড়া উপমেয় উপমানে অভেদ কল্পিত হয়, তবে তাদের পরম্পরিত রূপক বলে।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

যেমন : 'কৈশোরের (উপমেয়) কিশলয় (উপমান) পাতে (উপমান) পরিণত হয়
যৌবনের (উপমেয়) শ্যামল গৌরবে।'

(iv) অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক : অধিকারূঢ় শব্দটির অর্থ হলো কোনো কিছুর ওপর অসম্ভব ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া। যদি কোনো রূপক অলংকারে উপমানের ওপর অসম্ভব কোনো ধর্ম (গুণ) আরোপ করা হয় এবং উপমেয়র সঙ্গে তার অভেদ কল্পিত হয়, তবে তাকে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলংকার বলে।

যেমন : 'তুমি অচপল দামিনি (বিদ্যুৎ)।'

৭) সমাসোক্তি অলংকার বলতে কী বোঝো?

=> উপমেয় -এর ওপর উপমান -এর ব্যবহার আরোপিত হলে সমাসোক্তি অলংকার হয়।

যেমন :

'আসন্ন শীতের বেলা হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসে।'

এখানে উপমেয় শীতের বেলা উপমান উহ্য। তবে বোঝা যায় তা হবে এক মানুষ বা শিশু - সে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে পারে। সেই মানুষটির সমস্ত কার্যাবলি ভেবে শুধু শীতের বেলার ওপর আরোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি অলংকার হয়েছে।

৮) উৎপ্রেক্ষা অলংকার বলতে কী বোঝো। উদাহরণ সহ এর প্রকারভেদ আলোচনা করো।

=> উৎপ্রেক্ষা মানে সংশয়। প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে প্রবল সংশয় দেখা দেয় তবে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়।

খ) উৎপ্রেক্ষা অলংকার দুই প্রকার। যথা —

(i) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(ii) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

(i) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা: নিবিড় সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলে। প্রবল সংশয় হলে এবং সংশয় বাচক শব্দের উল্লেখ থাকলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়।

যেমন:

'প্রেমজলে বিন্দু যেন মুকুতার দাম।'

এখানে উপমেয় 'প্রেমজল' উপমান 'মুকুতার দাম' এবং 'যেন' সংশয়বাচক শব্দ।

(ii) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা: নিবিড় সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে প্রবল সংশয় হয় এবং সংশয় শব্দাদির উল্লেখ না থাকলেও সংশয়ের ভাবটি বেশ বোঝা যায়, তবেই প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা বলে। ~~যেমন~~

যেমন:

ঐ সামন্তে ঝুলে প্রকাণ্ড রঙীন মাকাল ফল;

(iii) সন্দেহ: যে অলংকারে উপমেয় এবং উপমান দুটিতেই সমান সংশয় থাকে তাকে সন্দেহ অলংকার বলে।

যেমন:

সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলংকার।

অথবা

কে কাঁদে ওখানে নারী না আকাশ? অথবা তাদের মূল।

ব্যতিরেক : যে অলংকারে উপমেয়কে উপমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট রূপে দেখানো হয় তাকে ব্যতিরেক অলংকার বলে।

ব্যতিরেক দুই প্রকার। যথা —

(i) উৎকর্ষাত্মক :-

'সন্ত পুরুষ সেথায় মানুষ কেউ নাই সোনার বাড়া'

(ii) অপকর্ষাত্মক :-

'পাপীকেও তুমি মানিয়েছ হয়ে'

বিরোধাভাস অলংকার : যদি দুটি বস্তুকে আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মনে হয় অথচ তাৎপর্য বিশ্লেষণে সে বিরোধ থাকে না, তাকে বিরোধাভাস অলংকার বলে।

যেমন :-

'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ'

'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'

অর্থান্তরন্যাস :- অর্থান্তরন্যাসের সাধারণ অর্থ একটি বাক্যের (অর্থের) দ্বারা অন্য একটি বাক্যের (অর্থের সমর্থন) যে অলংকারে সামান্য (সাধারণ) বক্তব্য দ্বারা বিশেষ বক্তব্য অথবা বিশেষ বক্তব্যের দ্বারা সামান্য বক্তব্যের সমর্থন হয়, তাকে অর্থান্তর-ন্যাস অলংকার বলে।

যেমন: 'এজগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে'

ব্যাজস্তুতি : যেখানে নিন্দার ছলে স্তুতি ও স্তুতির ছলে নিন্দা প্রকাশ পায়, তাকে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার বলে।

যেমন :

'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ;
হুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ

অপহ্নুতি : যে অলংকারে উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার বা নিষিদ্ধ করে উপমানকে পূর্ণভাবে স্বীকার বা প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাকে অপহ্নুতি অলংকার বলে।

যেমন :

চোখে চোখে কথা নয়গো বন্ধু আগুনে আগুনে কথা
এতো মালা নয়গো এতো তোমার তরবারি
এতো মেঘে মেঘে নয় দেবতা নিশ্চয়

অতিশয়োক্তি : উপমান ও উপমেয়ের অভেদত্বের জন্যে যদি উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণ গ্রাস করে এবং উপমানই উপমেয় বলে প্রতিপন্ন হয়, তবে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

যেমন :

আগুনে যে অগ্নি থাকে কল্পনা জানয়
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়
বন হতে এল টিয়ে মনোহর
সোনার টোপর শোভে মাথার ওপর।

Scanned with CamScanner

আমোদনগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলেজ
বাংলা বিভাগ
সেমেস্টার : 2nd (অনার্স)
শ্রী প্রকাশ বিশ্বাস (সহকারী অধ্যাপক)
বিষয় : 'অলংকার'

পৃথিবীর আদিকাল থেকেই মানুষ সৌন্দর্যপ্রিয়। মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই সৌন্দর্যের সাধনা করে চলেছে নিরন্তর। সাহিত্যে এই সৌন্দর্যচর্চার নামই হল অলংকার। আচার্য বামন এ বিষয়ে যথার্থই বলেছেন— "সৌন্দর্যম্ অলংকারঃ"

'অলংকার' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল [অলম্-কৃ+ঘঞ্] 'আভরণ' বা ভূষণ। বামনের মতে 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ' তবে অলংকারহীন ব্যক্তি বা বস্তু সুন্দর নয় এমন বলা যায় না। এ বিষয়ে মতান্তর আছে। সে বিষয়ে না গিয়ে আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করা যেতে পারে।

এই পর্বের আলোচনায় আমরা জানার চেষ্টা করব, অলংকার কী? উদাহরণ সহ শ্রেণিবিভাগ।